ঝিনাইদহে ডাকাত সর্দারসহ ৬ জন গ্রেফতার

ঝিনাইদহ সদর উপজেলার বিভিন্ন এলাকায় অভিযান চালিয়ে আন্তঃজেলা ডাকাত সর্দারসহ ৬ ডাকাতকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। এ সময় তাদের স্বীকারোক্তি মোতাবেক লুন্ঠিত মালামাল উদ্ধার করা হয়েছে।

আটককৃত ডাকাতরা হচ্ছে জেলার কোটচাঁদপুর উপজেলার রুদ্রপুর গ্রামের ফেলু মন্ডলের জামাতা সজিব (৩০), হরিনাকুণ্ডু উপজেলার পদ্মনগর গ্রামের আরিফুল ইসলামের ছেলে বাবুল হোসেন (২৩), সদর উপজেলার দক্ষিণ রামনগর গ্রামের আতিয়ার বিশ্বাসের ছেলে লিটন (৩৮), সদর উপজেলার বেড়াশুলা গ্রামের সায়েম মন্ডলের ছেলে তরিকুল ইসলাম (৩০), চুয়াডাঙ্গার আলমডাঙ্গা উপজেলার বেলগাছি গ্রামের মৃত রমজান মালিথার ছেলে তোরাপ (৫২) এবং সদর উপজেলার মহামায়া গ্রামের আজিবার রহমানের ছেলে ডাকাত সর্দ্দার কোরবান আলী (৪০)।

ঝিনাইদহ সদর থানার ওসি মিজানুর রহমান জানান, তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে গত রোববার থেকে মঙ্গলবার পর্যন্ত অভিযান চালিয়ে সর্দ্দারসহ ৬ ডাকাতকে গ্রেফতার করা হয়।

পুলিশ জানায়, ঝিনাইদহ সদর উপজেলার মধুহাটি ইউনিয়নের দক্ষিণ রামনগর গ্রামে গত ৪ ডিসেম্বর রাতে প্রবাসী সাইদ হোসেনের বাড়িতে ডাকাতি হয়। ডাকাতদল বাড়ির সদস্যদের অস্ত্রেও মুখে জিম্মি করে ৭ টি মোবাইল ফোন, স্বর্ণের তৈরি হাতের বালা, গলার চেইন, কানের দুল, আংটিসহ নগদ কিছু টাকা লুন্ঠন করে। এ ঘটনায় পরদিন ৫ ডিসেম্বর সাইদ হোসেনের স্ত্রী শাম্মী আক্তার বাদি হয়ে সদর থানায় অজ্ঞাতনামা ব্যক্তিদের আসামি করে একটি মামলা করেন।

একপর্যায়ে তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে ডাকাতদের সনাক্ত করতে সক্ষম হয় পুলিশ। প্রথমেই ডাকাত সর্দ্দার কোরবান আলীকে পুলিশ আটক করে। তার স্বীকারোক্তি মোতাবেক পর্যায়ক্রমে ৬ ডাকাতকে আটক করতে সক্ষম হয় তারা। পরে তাদের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী লুন্ঠিত হওয়া সকল মালামাল উদ্ধার করা হয়। গ্রেফতারকৃতদের বিরুদ্ধে ঝিনাইদহ সদর থানাসহ বিভিন্ন থানায় ডাকাতিসহ ৬টি মামলা রয়েছে।

ডাকাত সর্দ্দার কোরবান আলী ৮ বছরের সাজাপ্রাপ্ত আসামি হিসেবে ফেরারি ছিল।

পুলিশের সূত্রগুলো জানায়, এ সব ডাকাত সদস্যরা বিভিন্ন এলাকায় রাজমিস্ত্রীর ছদ্মবেশে মানুষের বাড়িতে কাজ করতে গিয়ে খোজ-খবর নিয়ে রাতেরবেলা ডাকাতি করতো।

কোটচাঁদপুরে উপজেলা প্রশাসন ও ভোক্তা অধিকারের অভিযান

ঝিনাইদহের কোটচাঁদপুর উপজেলা প্রশাসন ও ঝিনাইদহ জেলা ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের যৌথ অভিযানে ফার্ম্মেসীতে মেয়াদ উত্তীর্ণ ঔষধ এবং নোংরা ও অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে খাদ্য তৈরির অপরাধে ৪১ হাজার টাকা জরিমানা আদায় করেছে।

গতকাল সোমবার দুপুরে কোটচাঁদপুর কলেজ বাসস্ট্যান্ড এলাকায় অবস্থিত ঔষুধ ফার্ম্মেসী গুলোতে এই অভিযান পরিচালনা করা হয়।

ভ্রাম্যমাণ আদালত এসময় মেয়াদ উত্তীর্ণ ঔষধ সংরক্ষণ ও বিক্রির অভিযোগে আয়ুব ফার্ম্মেসীকে ২০ হাজার, নাবিলা ফার্ম্মেসীকে ৫ হাজার এবং জলিল ফার্ম্মেসীকে ৮ হাজার টাকা জরিমানা আদায় করে।

সেই সাথে নোংরা ও অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে খাদ্যপণ্য তৈরির অপরাধে জার্মানী হোটেলকে ৮ হাজার টাকা জরিমানা আদায় করে ভ্রাম্যমাণ আদালত।

অভিযানে উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও নির্বাহী ম্যাজিষ্ট্রেট আসাদুজ্জামান রিপন, জেলা ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের সহকারি পরিচালক সুচন্দন মন্ডল, উপজেলা স্যানিটারি ইন্সপেক্টর মোঃ মনিরুজ্জামান উপস্থিত ছিলেন। সার্বিক নিরাপত্তার দায়িত্বে অভিযানে জেলা পুলিশের একটি টিম উপস্থিত ছিলেন।

[redacted]

[redacted]

আ.লীগের সদস্য কাজী আলমগীর ও উপজেলা যুবলীগের সাবেক সভাপতি মীর কাশেম আলী।

সাংবাদিকদের সাথে শৈলকুপার আওয়ামী লীগের মেয়র প্রার্থীর মতবিনিময়

ঝিনাইদহের শৈলকুপা পৌরসভার আওয়ামীলীগ মনোনিত প্রার্থী কাজী আশরাফুল আজমের সাথে শৈলকুপায় কর্মরত সাংবাদিকদের সাথে এক মতবিনিময় সভা সোমবার বেলা ২টায় পৌরসভা মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয়। ইলেকট্রনিক ও প্রিনাট মিডিয়ার বেশ কয়েকজন সাংবাদিক তাদের বক্তব্য তুলে ধরেন।

পরে পৌর মেয়র প্রার্থী ও বর্তমান মেয়র কাজী আশরাফুল আজম তার বক্তব্যে বলেন, শৈলকুপা পৌর এলাকায় পুঞ্জীভূত সমস্যা সমাধানে আমি বদ্ধপরিকর। পৌর নাগরিকদের সার্বিক সুযোগ-সুবিধা প্রদানে কাজ করে যাচ্ছি। পানিবদ্ধতা নিরসন, যানজট, হাটবাজার উন্নয়ন, ড্রেনেজ সমস্যা দূরীকরণ, অবৈধ দোকানপাট ও স্থাপনা উচ্ছেদ, শিক্ষার উন্নয়ন এবং মাদকদ্রব্যের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণে আমি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ।

পৗর মেয়র আরো বলেন, দুর্নীতিমুক্ত একটি আধুনিক পৌরসভা গড়ার লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছি। শৈলকুপা পৌরসভার সার্বিক উন্নয়নে আমি সমাজের বিভিন্ন পেশাজীবীর সহযোগিতা ও ভোট কামনা করছি, আমার অসমাপ্ত কাজগুলো আমি পুনরায় নির্বাচিত হলে সম্পন্ন করবো। আমি বিশ্বাস করি ভোটাররা আবারও আমাকে ভোট দিয়ে জয়যুক্ত করবে।

সাংবাদিকদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তরে তিনি আরও বলেন, আমি এই পৌরসভার প্রতিটি মানুষের অস্থিমজ্জ্বায় মিশে আছি। পরিশ্রম আমাকে আজ একটি ভালো স্থান দিয়েছে। নদী কেন্দ্রীক এই পৌর শহরকে সাজাতে একমাত্র সুষ্ঠ ও সুন্দর পরিকল্পনাই পারবে শেকর থেকে শিখরে নিয়ে যেতে। দল আমাকে সুযোগ দিয়েছে সেটাকে আরেকবার কাজে লাগাবো

ইনশাআল্লাহ। উল্লেখ্য আগামী ১৬ই ডিসেম্বর ২য় ধাপে শৈলকুপা পৌরসভার নির্বচন অনুষ্ঠিত হবে।

হরিণাকুণ্ডে নৌকার মাঝি ফারুক

আগামী ৩০ জানুযারি অনুষ্ঠিতব্য আসন্ন পৌর সভার তৃতীয় ধাপের নির্বাচনে ঝিনাইদহের হরিণাকুণ্ডু পৌরসভায় আওয়ামী লীগের নৌকা প্রতীকের প্রার্থী হিসেবে মনোনয়ন পেয়েছেন ফারুক হোসেন।

গতকাল শনিবার বিকেলে গণভবনে দলটির মনোনয়ন বোর্ডে সভা শেষে রাতে এ প্রার্থীর নাম ঘোষণা করা হয়।

ফারুক হোসেন পৌর আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ও পৌরসভার ১নং ওয়ার্ডের কাউন্সিলর হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। এছাড়া তিনি ২০০২ সাল থেকে ২০০৮ সাল পর্যন্ত উপজেলা ছাত্রলীগের সভাপতির দায়িত্বে ছিলেন।

সাবেক এই ছাত্রনেতা একজন পরিচ্ছন্ন নেতা হিসেবে ইতোমধ্যে সাধারণ মানুষের মাঝে ব্যপক আস্থা ও জনপ্রিয়তা অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে। এছাড়া বিভিন্ন সময়ে দলের দুর্দিনে রাজপথে তার সাহসী ভূমিকার কারণে বেশ কয়েকবার নির্যাতিত হয়েছেন ও কারাবরণ করেছেন। ১/১১ পরবর্তী সময়ে জননেত্রী শেখ হাসিনার মুক্তি আন্দোলনেও ব্যাপক ভূমিকা রেখেছেন তিনি। তার এ মনোনয়নে তৃণমূল নেতাকর্মীদের মাঝে ব্যপক উৎসাহ উদ্দীপনার সৃষ্টি হয়েছে।

তরুণ সাহসী এই নেতাকে দলীয় মনোনয়ন দেওয়ায় গতকাল রবিবার দিনভর শহরের পাড়া মহল্লায় দলীয় নেতাকর্মী, সাধারণ মানুষের মধ্যে উচ্ছাস ও আনন্দ প্রকাশ করতে দেখা গেছে এবং তারা প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনাকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন ।

হরিণাকুণ্ডুতে আওয়ামী লীগ মনোনীত মেয়র প্রার্থী পরিবর্তনের দাবীতে মানববন্ধন

ঝিনাইদহে হরিণাকুণ্ডু পৌরসভা নির্বাচনে কেন্দ্রীয় আওয়ামী লীগের স্থানীয় সরকার জনপ্রতিনিধি মনোনয়ন বোর্ডের ঘোষিত মেয়র প্রার্থীতা পরিবর্তনের দাবীতে পৌর আওয়ামী লীগ ও সহযোগী সংগঠন উদ্যোগে মানববন্ধন কর্মসূচী পালিত হয়েছে।

রবিবার দুপুরে উপজেলার দোয়েল চত্বরে উপজেলা আওয়ামী লীগ কার্যালয়ের সামনে উপজেলা আওয়ামী লীগের নেতা ও সাবেক উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান সাজেদুল ইসলাম টানু মল্লিকের সভাপতিত্বে মানববন্ধনে বক্তব্য রাখেন উপজেলা আওয়ামী লীগের যুগ্ম সম্পাদক রবিউল ইসলাম পিলু মল্লিক, উপজেলা যুবলীগের আহবায়ক ও জেলা পরিষদ সদস্য আশরাফুল হক জুয়েল, সাবেক উপজেলা ছাত্রলীগের সভাপতি ও উপজেলা আওয়ামী লীগ নেতা রফিকুল ইসলাম, উপজেলা শ্রমীক লীগের আহবায়ক আব্দুল হান্নান, যুগ্ম আহবায়ক আনিচুর রহমান লিটন সহ সহযোগী সংগঠনের নেতৃবৃন্দ।

মানববন্ধনে নেতৃবৃন্দ আসন্ন হরিণাকুণ্ডু পৌরসভা নির্বাচনে কেন্দ্রীয় আওয়ামী লীগ ঘোষিত মনোনীত প্রার্থী মোঃ ফারুক হোসেনের নাম বাতিল করে প্রকৃত আওয়ামী লীগের প্রার্থীকে মনোনয়ন দেওয়ার দাবী জানান।

বক্তব্যে তারা বলেন, ফারুক হোসেন কখনো কোন স্থানীয় সরকার নির্বাচনে আওয়ামী লীগের নৌকা প্রতিকের পক্ষে কাজ করেনি, সব সময় বিদ্রোহী বা স্বতন্ত্র প্রার্থীর পক্ষে কাজ করেছে, আমরা আশাকরি নিশ্চয় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা বিষয়টি বিবেচনা করবেন।

এসময় নেতৃবৃন্দ আরও বলেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বিগত নির্বাচন গুলোতে বিদ্রোহী প্রার্থী ও তাদের সহযোগীদের দলীয় মনোনয়ন না দেওয়ার অঙ্গীকার করেছেন। সে আলোকেই অবিলম্বে নতুন প্রার্থী মনোনয়নের বিষয়টি পূণর্বিবেচনার দাবী জানান।

[redacted]

[redacted]

[redacted] [redacted]: [redacted] [redacted] [redacted]

[redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted]: [redacted] [redacted] [redacted] [redacted]

নৌকার মাঝি হলেন শাহাজান

অপেক্ষা ও জল্পনা-কল্পনার অবসান ঘটিয়ে ঝিনাইদহের কোটচাঁদপুর পৌরসভা নির্বাচনে নৌকার মাঝি হলেন উপজেলা আ.লীগের সাধারণ সম্পাদক মোঃ শাহাজান আলী।

গতকাল শনিবার রাত ৮ টার দিকে এ খবরটি নিশ্চিত করেছেন দলীয় একাধিক নেতা-কর্মী। এদিকে এ খবরে দলীয় নেতা-কর্মীরা আনন্দ-উল্লাস করতে থাকে।

তফসিল অনুযায়ী আগামী ৩০ জানুয়ারী, কোটচাঁদপুর পৌর সভার নির্বাচন। নির্বাচনে আ.লীগের দলীয় মনোনয়ন পেতে মাঠে ছিলেন ৫ জন মনোনয়ন প্রত্যাশী।

যার মধ্যে ছিলেন, কোটচাঁদপুর উপজেলা আ.লীগের সাধারণ সম্পাদক মোঃ শাহাজান আলী, পৌর আ.লীগের যুগ্ম-আহ্বায়ক শহীদুজ্জামান সেলিম, পৌর আ.লীগের সদস্য কাজী আলমগীর, উপজেলা যুবলীগের সাবেক সভাপতি মীর কাশেম আলী ও পৌর মেয়র জাহিদুল ইসলাম।

তবে ৫ জন মনোনয়ন প্রত্যাশী প্রার্থীর মধ্যে কদিন যাবৎ তিন জন প্রার্থীর নাম শোনা যায় । আলোচনার ঝড় চলছিল পাড়া-মহল্লার চায়ের দোকান, পথ-ঘাটসহ রাজনৈতিক অঙ্গণে।

তবে সকল আলোচনা ও অপেক্ষার অবসান ঘটিয়ে আসন্ন পৌরসভা নির্বাচনে আ.লীগের মেয়র প্রার্থী হিসেবে নৌকা প্রতিক পেলেন উপজেলা আ.লীগের সাধারণ সম্পাদক মোঃ শাহাজান আলী।

ইউনিয়নবাসীর ভালবাসা আমার কাজ করার প্রেরণা- চেয়ারম্যান কবির

হোসেন

ঝিনাইদহ সদর উপজেলার ১৭নং নলডাংগা ইউনিয়নের চেয়ারম্যান কবির হোসেন বিশ্বাস প্রধানমন্ত্রীর স্বপ্ন পুরণে নিরলস ভাবে কাজ করে চলেছেন। তিনি দীর্ঘ ৫ বছর ইউনিয়নের উন্নয়নে নানামূখী কার্যক্রম পরিচালনা করেছেন।

অনেক উন্নয়ন মূলক কর্মকাণ্ডে নতুন করে হাতে নিয়েছেন । সেই সাথে রাজনৈতিক কর্মসূচির মাধ্যমেও এলাকাবাসীকে ঐক্যবদ্ধ ও সুসংগঠিত করে শান্তিপূর্ণ ইউনিয়ন হিসেবে গড়ে তুলেছেন। যে জনপদে চলতো অস্ত্রের ঝনঝনানি সেখানে ফিরে এসেছে ভালবাসা আর শান্তির সুবাতাস।

এই জনপদের মানুষের ভালবাসা তার টিকে থাকার প্রেরণা বলে মনে করেন তিনি। দলের ত্যাগী নেতা-কর্মীদের মূল্যায়নসহ সর্বস্তরের কর্মী সমর্থকদের বিপদে আপদে অভিভাবকের মতো সবসময় পাশে দাঁড়িয়েছেন। ভূমিকা রেখেছেন ইউনিয়নকে মাদকমুক্ত, সন্ত্রাসমুক্ত, পরিকল্পিত, পরিচ্ছন্ন, জনবান্ধব ডিজিটাল ইউনিয়ন হিসেবে গড়ে তুলতে।

ইউনিয়ন পরিষদের তথ্যসূত্রে জানা যায়, কবির হোসেন চেয়ারম্যান এর দায়িত্ব নেওয়ার পর সততা ও নিষ্ঠার সাথে প্রধানমন্ত্রী ও স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনা মোতাবেক ঠিক উপায়ে মানুষের প্রাপ্য যেমন ভিজিএফ, ভিজিডি, বয়স্ক ভাতা, বিধবা ভাতা, ১০০ভাগ প্রতিবন্ধী ভাতাসহ সকল সুবিধা সুষ্ঠুভাবে বণ্টন করেছেন।

সরকারি সুবিধার পাশাপাশি নিজ উদ্যোগে অসহায়, দরিদ্র মানুষের পাশে দাঁড়িয়ে অসামান্য অবদান রেখেছেন করোনাকালীন। ১৭ নং নলডাঙ্গা ইউনিয়নের চেয়ারম্যান ও ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি কবির হোসেন বিশ্বাসের সাথে একান্ত আলাপচারিতায় তিনি বলেন, আমি দলীয় প্রতিশ্রুতি রক্ষা করেই স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয়ের দিক-নির্দেশনা মোতাবেক জনগণের সেবক হিসেবে এই ৫বছর কাজ করেছি। ইউনিয়নবাসীর ভালবাসা আমার কাজ করার প্রেরণা।

আমার বিশ্বাসের জায়গা থেকে আশাবাদী দলীয় মনোনয়ন আমিই পাবো। এছাড়াও প্রতিদিন এলাকার ভোটারদের সাথে কুশল বিনিময়, পাড়া- মহল্লায় আলোচনা ও দূরত্ব বজায় রেখে গণসংযোগ অব্যাহত রেখেছেন তিনি। বিগত সময়ের ভুলত্রুটি শুধরে নিয়ে নতুনভাবে ইউনিয়নকে গড়ে তোলার প্রতিশ্রুতিও দিচ্ছেন।

তিনি আরও বলেন, করোনার এই ক্রান্তিকালে আমি নিজের কথা ভাবিনি, ভেবেছি অসহায় মানুষের কথা। ছুটে গিয়েছি তাদের কাছে এবং সমাধান করেছি নানা সমস্যার। গ্রামের পাড়ায় পাড়ায় সরকারি সহযোগিতা ছাড়াও নিজ উদ্যোগে হাজার হাজার পরিবারের মাঝে খাদ্যসামগ্রী ও অর্থ বিতরণ করেছি। এছাড়াও সাবান, হ্যান্ড স্যানিটাইজার ও মাস্ক বিতরণ করেছি। বিপদে আপদে সবসময় অভিভাবকের মত অসহায় মানুষের পাশে থাকার চেষ্টা করেছি।

আওয়ামী লীগের মনোনয়ন প্রত্যাশী মোঃ কবির হোসেন বিশ্বাস বলেন, সার্বক্ষণিক সেবা প্রদান করায় সাধারণ মানুষের ভালোবাসা, বিশ্বাস ও আস্থা অর্জন করতে সক্ষম হয়েছি। ইউনিয়নবাসী আমাকে আবারো নলডাংগা ইউনিয়নের চেয়ারম্যান হিসেবে দেখতে চায়। জননেত্রী শেখ হাসিনা এবার দলের ত্যাগী, পরিচ্ছন্ন নেতৃত্বকে প্রাধান্য দিচ্ছেন। আমি বিশ্বাস করি, দল আমাকে মনোনয়ন দেবে। মনোনয়ন পেলে আমি জনগণের বিপুল ভোটে বিজয়ী হয়ে ইউনিয়নের অসমাপ্ত কাজগুলো সমাপ্ত করতে পারবো।